প্রথম আলো

তারিখ 1 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

প্রাইভেট না পড়ায় আক্রোশ ছাত্রী উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ●

একজন শিক্ষিকার আক্রোশের কারণে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এক মেধাবী ছাত্রী দুই বছর সরকারি উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষিকার কাছে প্রাইভেট না পড়ায় কৌশলে সরকারি এ সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে ছাত্রীর মা অভিযোগ করেছেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্র জানায়, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা ফেরদৌস কেয়া ২০০৬ সালে সপ্তম শ্রেণীতে তৎকালীন তার রোল নম্বর ছিল এক। পরের বছরও অষ্টম শ্রেণীতে তার রোল নম্বর ছিল এক। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে সে উপবৃত্তি পায়নি। চলতি বছর কেয়ার অভিভাবক গোপনসূত্রে জানতে পারে, ওই দুই বছর কেয়াকে অনিয়মের মাধ্যমে উপবৃত্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এরপর কেয়ার অভিভাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন গত ২৫ জানুয়ারি এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির দায়িত্ব পান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার বেগম মেহেরুন্নেসা লায়লা। তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা তাহমিনা আক্তারের অনিয়মের কারণেই কেয়া দুই বছর উপবৃত্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে তদন্তকালে নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায় ২০০৬ সালে কেয়া জুলাই মাসে ১৬ ও সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও ওই শিক্ষিকা উপবৃত্তির তালিকা প্রস্তুতকালে হাজিরা খাতায় হাজিরা চিহ্ন কাটাকাটি করে জুলাই মাসে চার দিন ও সেপ্টেম্বর মাসে সাত দিন উপস্থিত দেখিয়েছেন।

ওই বছর জুলাই মাসে উপবৃত্তির তালিকা ও হাজিরা খাতায় আরও কয়েকজনের ক্ষেত্রে কাটাকাটি করে অনিয়মের মাধ্যমে উপবৃত্তির তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। আবার নতুন কাউকে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৭ সালেও ওই শিক্ষিকা কেয়ার প্রাপ্ত নম্বর ৭৫৫-এর স্থলে উপবৃত্তির তালিকায় মাত্র ৪২০ দেখিয়েছেন এবং পরিচয়পত্রে নম্বর ভুল লিখেছেন। ফলে কেয়া ওই বছরও উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষিকা তাহমিনা আক্তার তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, ২০০৬ সালের জুলাই মাসের তালিকায় কেয়ার উপস্থিতির সংখ্যাটি ভুল হয়েছে। তবে ওই বছর কেয়ার মোট উপস্থিতি এমনিতেই কম থাকায় সে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। আর ২০০৭ সালে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেয়ার প্রাপ্ত নম্বর ও পরিচয়পত্র নম্বর লেখায় ভুল হয়েছে। কেয়ার মা মাকসুদা বেগম বলেন, কেয়া এক বছর ওই শিক্ষিকার কাছে প্রাইভেট পড়েছিল। কিন্তু পরে তাঁর কাছে না পড়ায় তিনি কেয়ার ওপর ক্ষুব্ধ হন।

বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবা হোসেন বলেন, তিনি নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন, তাই আগের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।